[২০১৮] ১৩ এস. সি. আর. ১০৯৩

কামিল

বনাম

উত্তর প্রদেশ রাজ্য

(২০১৫ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৫৬৮)

৩১ অক্টোবর, ২০১৮

[আই. আর. ভানুমতি এবং ইন্দিরা ব্যানার্জি, বিচারপতিদ্বয়]

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩: ধারা ৪৬৪-অভিযোগ গঠন করা বাদ দেওয়া বা অনুপস্থিতির প্রভাব বা ত্রুটি-তথ্যের ভিত্তিতে, অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করা। আই. পি. সি-এর অধীনে অভিযোগ গঠন করা বাদ দেওয়া-যদিও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দাখিল করা চার্জশিটের সারমর্ম স্পষ্টভাবে দেখায় যে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উক্ত অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে- ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বজায় রাখা - -

আদেশ ঃ অভিযোগ ছাড়াই মূল অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্তকরণ কেবল তখনই বাতিল করা যেতে পারে যখন অভিযুক্ত দেখায় যে তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ফলে ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা ঘটেছে-ট্রায়াল কোর্টের সামনে বা হাইকোর্টের সামনে কখনও এই জাতীয় কোনও জমা দেওয়া হয়নি-অভিযুক্তদের কোনও পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি হয়নি বা ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা দেখানো হয়নি-উপরন্তু, চার্জশিটের সারমর্ম স্পষ্টভাবে সহ-অভিযুক্তের সাথে ভুক্তভোগীর হত্যার ক্ষেত্রে তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য ভাগ করে নেওয়ার অভিযোগ করেছে এবং একইভাবে অবস্থিত সহ-অভিযুক্তের আপিল এই আদালত খারিজ করে দিয়েছে-সুতরাং, হাইকোর্ট কর্তৃক অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্তকরণ বহাল রাখার আদেশ - ৩০২/৩৪ হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা দেয় না-পেনাল কোড, ১৮৬০-ধারা ৩০২/৩৪।

আপিল খারিজ করে দিয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত ঃ

১.১ ধারা ৪৬৪ ফৌজদারি কার্যবিধি চার্জ ফ্রেম না হওয়া, অনুপস্থিতি বা ত্রুটির প্রভাবের সাথে সম্পর্কিত। এর উপ-ধারা (১) প্রদান করে যে, কোন যোগ্য বিচারিক আদালতের রায়, দণ্ড বা আদেশ কেবলমাত্র এই কারণে অবৈধ বলে গণ্য হবে না যে চার্জ গঠন করা হয়নি বা চার্জে কোনো ত্রুটি, অমিতব্যয় বা অনিয়ম হয়েছে, যার মধ্যে চার্জের ভুল সংযোগও অন্তর্ভুক্ত, যদি না আপিল, অনুমোদন বা পুনর্বিবেচনার আদালতের মতামতে এটি প্রমাণিত হয় যে এর ফলে প্রকৃতপক্ষে ন্যায় বিচারে ব্যর্থতা ঘটেছে।

চার্জের অনুপস্থিতি তখনই দোষী সাব্যস্তকরণকে বাতিল করবে যদি তা অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি পক্ষপাতিত্ব ঘটিয়েছে এবং এর ফলে প্রকৃতপক্ষে প্রভাবিত হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ১০, ১১] [১০৯৮-এফ-জি; ১০৯৯-বি]

১.২ আপীলকারীর বিরুদ্ধে আই. পি. সি-র ৩৪ ধারার সঙ্গে পঠিত ধারা ৩০২-এর অধীনে অভিযোগ গঠন করা হয়নি। তবে অভিযুক্তদের এটা প্রমাণ করতে হবে যে অভিযোগ গঠন করা বাদ দেওয়া ন্যায়বিচারের ব্যর্থতার কারণ।

১.৩ অভিযোগপত্র দাখিলের পর দায়রা আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। বিচার আদালত উল্লেখ করেছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইপিসি-র ধারা ৩০২,৩০২/৩৪,৩২৩ মামলা হয়েছে।

১.৪ আদালত কর্তৃক অনুসরণ করা পদ্ধতিটি আপিলকারীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি করেনি বা তাকে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি থেকে বঞ্চিত করেনি। উচ্চ আদালতে, আপিলকারী আইপিসি ধারা ৩৪-এর সাথে পঠিত ধারা ৩০২-এর অধীনে অভিযোগ গঠন না করার বিষয়ে কোনও অভিযোগ উত্থাপন করেননি এবং এটি তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে, আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত কৌঁসুলি কেবল যুক্তি দিয়েছিলেন যে ধারা ৩৪ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পরোক্ষ দায়বদ্ধতার নীতি আহ্বান করে আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করা উচিত ছিল না।

এই সমস্ত দিকগুলি স্পষ্টভাবে দেখায় যে আবেদনকারী স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে ধারা ৩৪-এর সাথে পঠিত ধারা ৩০২-এর অধীনে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে এবং পুরো সময় জুড়ে তিনি কেবল ধারা ৩০২-এর অধীনে অভিযোগের জন্য নিজেকে রক্ষা করছেন।

১.৬ একই অবস্থানে থাকা সহ-অভিযুক্তের দায়ের করা আবেদনটি এই আদালত খারিজ করে দিয়েছে। -এর জন্য একটি দোষী সাব্যস্তকরণ

কোনও অভিযোগ ছাড়াই মূল অপরাধ কেবল তখনই খারিজ করা যেতে পারে যখন/অভিযুক্ত দেখায় যে তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ফলে 'ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা' ঘটেছে। ট্রায়াল কোর্টের সামনে বা হাইকোর্টের সামনে এ জাতীয় কোনও যুক্তি কখনও করা হয়নি। অভিযুক্তের প্রতি কোনও পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি করা হয়নি বা ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা দেয় বলে দেখানো হয়নি,. অভিযুক্ত রায়ের সাথে। [অনুচ্ছেদ ২৩] [১১০৭-ডি]

উইলি (উইলিয়াম) স্লানি বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য এ. আই. আর ১৯৫৬ এস. সি ১১৬৩; গুরবচন সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য এ. আই. আর ১৯৩৫৭ এস. সি ৬২৩; মেইন পাল বনাম হরিয়ানা রাজ্য (২০১০) ১০ এস. সি. সি ১৩০; দরবারা সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (২০১২) ১০ এস. সি. সি ৪৭৬; মোহন সিং বনাম বিহার রাজ্য (২০১১) ৯ এস. সি. সি আর ২৭২-উল্লেখ করা হয়েছে। মামলা আইন রেফারেন্স এ. আই. আর ১৯৫৬ এস. সি ১১৬ অনুচ্ছেদ ১১ এ. আই. আর ১৯৫৭ এস. সি ৬২৩ অনুচ্ছেদ ১৩ আর (২০১০) ১০ এস. সি. সি ১৩০ অনুচ্ছেদ ১৪ (২০১২) ১০ এস. সি. সি ৪৭৬ অনুচ্ছেদ ১৫ (২০১১) ৯ এস. সি. সি ২৭২ অনুচ্ছেদ ২২ ফৌজদারি আপিল জুরিশনঃ নং।

১৯৮৯ সালের ১০৪৭ নং ফৌজদারি আপিলে এলাহাবাদের হাইকোর্টের রায় ও আদেশ থেকে।

আপিলকারীর পক্ষে অশোক কুমার শর্মা, ক্ষিতি মুদগল, শ্রীমতি বন্দনা সিং, অ্যাড. ১?

অঙ্কুর প্রকাশ, আশুতোষ কুমার শর্মা, যুধিস্টার ভরদ্বাজ, মিসেস লিং এন., উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবীরা।

আর. ভানুমতি, বিচারপতি দ্বারা আদালতের রায়টি প্রদান করা হয়েছিল।

এই আপিলটি ১৯৮৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১০৪৭-এ এলাহাবাদ হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত ২৮.০৭.২০১৪ তারিখের রায় থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং যার দ্বারা হাইকোর্ট আপিলকারীর দায়ের করা আপিল খারিজ করে দিয়েছে যার ফলে আইপিসি ধারা ৩০২-এর অধীনে তার দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এবং অন্যান্য অপরাধের জন্য এবং ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক তার উপর আরোপিত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে।

২. মামলার সংক্ষিপ্ত তথ্য হল যে ০৩.০১.১৯৮৬-এ সকাল প্রায় ০৯.০০ এ, অভিযোগকারী-বাবু খান (পিডব্লিউ-৩) যিনি মৃত আখলাকের মামা, তাঁর বাবা তাঁকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর বোনের মেয়ে পারভীন ট্যাঙ্ক থেকে জল আনতে গিয়েছিল যেখানে অভিযুক্ত রশিদ (এ ১) এবং আদিল (এ ৩) তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল। তবে, তাদের সুনাম বাঁচাতে তারা আর কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।

একই দিনে, রাত ১টার দিকে, যখন অভিযোগকারী/পিডব্লিউ-৩ তার ভাগ্নে মৃত আখলাক এবং আদিল হুসেন (পিডব্লিউ-২) সহ তার দোকানের দিকে যাচ্ছিল, তখন তারা অভিযুক্ত রশিদকে ছুরি নিয়ে, নাসিরকে (এ২) হকি নিয়ে, অভিযুক্ত আদিল এবং আপিলকারী-কামিলকে (এ৪) হাতে ডান্ডা নিয়ে তাদের দিকে আসতে দেখে এবং পিডব্লিউ-১, মৃত আখলাক এবং পিডব্লিউ৩-কে ঘিরে ফেলে।

এরপর আপিলকারী-কামিল পিডব্লিউ-২-এর মাথায় ডান্ডা মারেন এবং মৃত আখলাক অভিযুক্ত নাসিরের কাছ থেকে হকি স্টিক ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে আপিলকারী-কামিলও পিছন থেকে মৃতের মাথায় ডান্ডা মারেন এবং যখন তিনি পালানোর চেষ্টা করেন, তখন অভিযুক্ত নাসির ও আদিল মৃত ব্যক্তিকে ধরে ফেলেন এবং তারপর অভিযুক্ত রশিদ মৃতের বুকে ছুরি ছুড়ে মারে যার উপর ছুরি দিয়ে তার বুকে ছুরিকাঘাত করা হয়। পিডব্লিউ-৩-এর চিৎকার শুনে জামাল উদ্দিন (পিডব্লিউ-১) অন্যান্য লোকের সাথে সাহায্যের জন্য সেখানে আসেন। তারপরে, সমস্ত অভিযুক্ত পালিয়ে যায় এবং মৃত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তিনি মারা যান।

তদন্ত শেষ হওয়ার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়।

৩. অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪,৩২৩ এবং ৩২৩ ধারার সঙ্গে পঠিত ধারা ৩০২,৩০২-এর অধীনে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল। অভিযুক্তদের অপরাধ প্রমাণের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ আটজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করে এবং বেশ কয়েকটি নথি প্রদর্শন করে।

৪. উপস্থাপিত প্রমাণ বিবেচনা করার পরে, ট্রায়াল কোর্ট তার ০১.০৫.১৯৮৯ তারিখের রায় অনুসারে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছেঃ-ধারা ৩২৩ ধারা ৩৪ আইপিসি। এক মাস আর. আই. নাসির (এ২)। ধারা ৩০২ ধারা ৩৪ আইপিসি। আজীবন কারাবাস । [ধারা ৩২৩ ধারা ৩৪ আইপিসি। এক মাস আর. আই. ধারা ৩২৩ আইপিসি এক মাস আর. আই.

৫। আপীলকারী/অভিযুক্ত ক্ষুব্ধ হয়ে/উচ্চ আদালতে আপিল দায়ের করেন যা ২৮.০৭.২০১৪ তারিখের বিতর্কিত রায়ের মাধ্যমে খারিজ হয়ে যায়। এছাড়াও, অভিযুক্ত নাসির ২০১৪ সালের এসএলপি (সিআরএল) No.৯৮৮৬-তে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা আপিলটি ২২.০১.২০১৫ তারিখের আদেশের মাধ্যমে খারিজ করে দেওয়া হয়।

প্রসিকিউশন প্রত্যক্ষদর্শী বাবু/বাবু খান (পিডব্লিউ-৩), জামালউদ্দিন (পিডব্লিউ-এল) এবং আদিল (পিডব্লিউ-২)-এর প্রমাণের উপর নির্ভর করে, যারা স্পষ্টভাবে বলেছে যে ঘটনার তারিখে ১. ই তারিখে, পিডব্লিউ-৩ তার ভাগ্নে মৃত আখলাকগ এবং আদিল হুসেন (পিডব্লিউ-২) সহ যোগিপুরায় তার দোকানে যাচ্ছিল এবং যখন তারা লালপুরের মন্দিরের কাছে পৌঁছায়, তখন তারা চার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে দেখে। পিডব্লিউ-৩ আরও সাক্ষ্য দেয় যে সেই সময় অভিযুক্ত রশিদের হাতে ছুরি ছিল এবং অভিযুক্ত নাসির এবং কামিল তাদের হাতে হকি এবং ডান্ডা নিয়ে ছিল। অবিলম্বে, আবেদনকারী/অভিযুক্ত কামিল আদিল হুসেন (পিডব্লিউ-২)-এর মাথায় একটি আঘাত করে।

মৃত আখলাক যখন অভিযুক্ত নাসিরের কাছ থেকে হকি স্টিক ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, তখন আপিলকারী/অভিযুক্ত কামিল পিছন থেকে মৃত আখলাকের মাথায় ডান্ডা মারে। মৃত আখলাক পালানোর চেষ্টা করলে অভিযুক্ত নাসির ও আদিল তার উভয় হাত ধরে ফেলে এবং একই সময়ে আপিলকারী/অভিযুক্ত কামিল আদিলকে (পিডব্লিউ-২) ডান্ডা দিয়ে আক্রমণ করে। যখন পিডব্লিউ-৩ আবেদনকারী/অভিযুক্ত কামিলের কাছ থেকে ডান্ডা ছিনিয়ে নিয়ে একই ডান্ডা দিয়ে আক্রমণের প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করে, তখন অভিযুক্ত রশিদ মৃত আখলাকের বুকে ছুরি বিদ্ধ করে। এই সময়, পিডব্লিউ-৩ সাহায্যের জন্য চিৎকার করে এবং এটি শুনে জামালউদ্দিন (পিডব্লিউ-এল), আফসার আলী খান এবং শামশাদ হুসেন যারা পিডব্লিউ-৩-এর চায়ের স্টলে নিয়ে যাচ্ছিলেন তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান।

তাদের দেখে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এরপরে, পিডব্লিউ-৩ একটি সাইকেল রিকশা নিয়ে মৃত আখলাককে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। মৃত আখলাক তার জীবনের জন্য লড়াই করছিল কারণ ছুরিটি তখনও তার হৃদয়ে প্রবেশ করছিল। পিডব্লিউ-৩ সাক্ষ্য দেয় যে সে নিজেই মৃতের বুক থেকে ছুরি বের করেছে। হাসপাতালে, মৃত ব্যক্তিটি আঘাতের কারণে মারা যায়। পিডব্লিউ-৩ এবং আহত প্রত্যক্ষদর্শী আদিল হুসেন (পিডব্লিউ-২) এবং জামালউদ্দিনের (পিডব্লিউ-এল) প্রমাণ দৃঢ় এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৭. আপিলকারীর যুক্তি হল যে, তার বিরুদ্ধে আইপিসি-র ৩০২ ধারার অধীনে অভিযোগ গঠন করা হয়নি এবং তাই আইপিসি-র ৩০২ ধারার অধীনে আপিলকারী/অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা গ্রহণযোগ্য নয়। আপিলকারীর যুক্তি হল যে আইপিসি-র ৩০২ ধারার অধীনে অভিযোগ গঠন না করা তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি করেছে। এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছিল যে যদিও

প্রশ্নটি একটি মৌলিক প্রশ্ন হওয়ায়, আপিলকারী যে কোনও পর্যায়ে এটি উত্থাপন করার জন্য স্বাধীন।

৮. ধারা ৪৬৪ ফৌজদারি কার্যবিধি-এর উপর নির্ভর করে, প্রত্যর্থী-রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি জমা দিয়েছিলেন যে অভিযোগ গঠনের ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি থাকলেও একটি দোষী সাব্যস্তকরণ বৈধ হবে যদি এটি "ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা" ঘটায় না। ট্রায়াল কোর্ট এবং হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে আমাদের কাছে নিয়ে গিয়ে, বিদ্বান কৌঁসুলি বলেছিলেন যে আপিলকারী তার বিরুদ্ধে আইপিসি ধারা ৩০২-এর অধীনে অভিযোগের সারমর্ম সম্পর্কে ভালভাবে অবগত ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে আপিলকারী "আলিবির আবেদন" গ্রহণ করেছেন।

এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে অভিযোগের অনুপস্থিতি থাকলেও আপিলকারী প্রমাণ করেননি যে "ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা" আসলে ঘটেছিল এবং ট্রায়াল কোর্ট এবং হাইকোর্টের সমবর্তী ফলাফল দ্বারা রেকর্ড করা আপিলকারীর দোষী সাব্যস্তকরণ আইপিসি ধারা ৩০২ এর অধীনে হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

৯. আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী বিতর্কগুলি বিবেচনা করেছি এবং বিতর্কিত রায় এবং নথিতে রাখা উপকরণগুলি পর্যালোচনা করেছি।

কোডের ধারা ৪৬৪ চার্জ গঠন, অনুপস্থিতি বা ত্রুটি বাদ দেওয়ার প্রভাবের সাথে সম্পর্কিত। এর উপ-ধারা (১)-এ বলা হয়েছে যে উপযুক্ত এখতিয়ারের কোনও আদালতের কোনও অনুসন্ধান, সাজা বা আদেশ কেবল এই ভিত্তিতে অবৈধ বলে মনে করা হবে না যে কোনও অভিযোগ তৈরি করা হয়নি বা অভিযোগের কোনও ভুল যুক্তি সহ অভিযোগে কোনও ত্রুটি, বাদ দেওয়া বা অনিয়মের ভিত্তিতে, যদি না আপীল, নিশ্চিতকরণ বা পুনর্বিবেচনার আদালতের মতে, ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা প্রকৃতপক্ষে এর ফলে ঘটে থাকে। ধারা ৪৬৪ ফৌজদারি কার্যবিধি. নিম্নরূপ পড়েঃ

(১) উপযুক্ত এখতিয়ারের কোনও আদালতের কোনও অনুসন্ধান, সাজা বা আদেশ কেবল এই ভিত্তিতে অবৈধ বলে বিবেচিত হবে না যে কোনও অভিযোগ তৈরি করা হয়নি বা অভিযোগের কোনও ত্রুটি, বাদ দেওয়া বা অনিয়মের ভিত্তিতে অভিযোগের কোনও অজুহাত সহ, যদি না আপিল, নিশ্চিতকরণ বা পুনর্বিবেচনার আদালতের মতে, ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা প্রকৃতপক্ষে এর ফলে ঘটে থাকে।

(২) আপিল, নিশ্চিতকরণ বা পুনর্বিবেচনার আদালত যদি মনে করে যে প্রকৃতপক্ষে ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা ঘটেছে, তা হলে অভিযোগ গঠন করা বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে, একটি অভিযোগ গঠন করার আদেশ দিতে পারে এবং অভিযোগ গঠনের অব্যবহিত পরেই সেই বিন্দু থেকে বিচার পুনরায় শুরু করতে পারে।

চার্জটিতে কোনও ত্রুটি, বাদ দেওয়া বা অনিয়মের ক্ষেত্রে, ফ্রেম করা চার্জের উপর একটি নতুন বিচারের নির্দেশ দেয় যা এটি উপযুক্ত বলে মনে করে।

১১. অভিযোগের অনুপস্থিতি কেবল তখনই দণ্ডবিধানকে কলুষিত করবে যদি এটি অভিযুক্তদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি করে এবং প্রকৃতপক্ষে এর ফলে ঘটে থাকে। উইলি (উইলিয়াম) স্লানি বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য এ. আই. আর ১৯৫৬ এস. সি. ~ ১১৬-এ, সাংবিধানিক বেঞ্চ 'অভিযুক্তদের প্রতি কুসংস্কার' এবং 'ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা' ধারণাটি ব্যাখ্যা করেছে এবং নিম্নরূপ বলে রায় দিয়েছেঃ-"৫। আমরা আমাদের উত্তর নির্ধারণ করতে এবং কোডের বিধানগুলি পরীক্ষা করার আগে, আমরা পর্যবেক্ষণ করতে থামব যে কোড ১ একটি কার্যপ্রণালী কোড এবং সমস্ত পদ্ধতিগত আইনের মতো, ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং অন্তহীন প্রযুক্তিগত প্রবর্তনের মাধ্যমে তাদের হতাশ না করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

কোডের উদ্দেশ্য হল নিশ্চিত করা যে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের আমাদের ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সু-বোঝা লাইনগুলির সাথে একটি সম্পূর্ণ এবং নিরপেক্ষ বিচার পান।

যদি সে তা করে, যদি তাকে উপযুক্ত আদালত দ্বারা বিচার করা হয়, যদি তাকে বলা হয় এবং স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে তার বিরুদ্ধে যে অপরাধের জন্য তাকে বিচার করা হচ্ছে, যদি তার বিরুদ্ধে মামলাটি সম্পূর্ণ এবং ন্যায্যভাবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং তাকে নিজেকে রক্ষা করার একটি সম্পূর্ণ এবং ন্যায্য সুযোগ দেওয়া হয়, তবে শর্ত থাকে যে আইনের বাহ্যিক রূপগুলির সাথে 'যথেষ্ট' সম্মতি রয়েছে, প্রক্রিয়াটিতে নিছক ভুল, বিচারে নিছক অপ্রাসঙ্গিক ত্রুটি এবং বাদ দেওয়া কোড দ্বারা ক্ষতিকারক হিসাবে বিবেচিত হয় এবং বিচারটি কলুষিত হয় না যদি না অভিযুক্ত যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব দেখাতে পারে।

১২. সংবিধান বেঞ্চ তখন পরীক্ষা করে দেখে যে আদালত যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছে তা অভিযুক্তদের প্রতি প্রকৃত অবিচার ঘটিয়েছে কিনা এবং নিম্নরূপ রায় দেয়ঃ-'১২ যেখানে এখতিয়ারের মূলে কাটা বা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার বলে অভিহিত করা যেতে পারে এমন ঘৃণ্য কিছু ব্যতীত, বিষয়টি নিজেকে একটি প্ররোচনার প্রশ্নের সমাধান করে।

কোডের কিছু লঙ্ঘন এতটাই সুস্পষ্ট হবে যে তারা নিজেদের পক্ষে কথা বলবে, উদাহরণস্বরূপ, অভিযুক্তকে শুনানি দিতে অস্বীকার করা, তাকে নিজেকে রক্ষা করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করা, তাকে অভিযোগের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে অস্বীকার করা ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের ভিত্তি এবং অবিলম্বে অবৈধ হিসাবে বাতিল করা হবে। এটা খুব কমই গুরুত্বপূর্ণ যে এটি পক্ষপাতিত্বের কারণে হয় বা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের সুপ্রতিষ্ঠিত ধারণার প্রতি এতটাই ঘৃণ্য যে এই ধরনের বিচার কেবল একটি বিচারের উপহাস এবং আমাদের দেশের আইন দ্বারা পরিকল্পিত ধরণের নয়, কারণ উভয়ভাবেই সেগুলি একবারে বাতিল করা হবে। অন্যান্য লঙ্ঘন এত স্পষ্ট হবে না এবং এটি দেখানো সম্ভব হতে পারে যে ঘটে যাওয়া সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রে কোনও পক্ষপাতিত্ব ঘটেনি বা পক্ষপাতিত্বর কোনও যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা ছিল না।

আরও একটি শ্রেণীর মামলায়, বিষয়টি সীমান্তরেখার এত কাছাকাছি হতে পারে যে শিকারের যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনার খুব সামান্য প্রমাণ অভিযুক্তের পক্ষে ভারসাম্যকে ঘুরিয়ে দেবে।

প্রতিটি যুক্তিসঙ্গত অনুমান অবশ্যই অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে করা উচিত; তাকে অবশ্যই প্রতিটি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের সুবিধা দিতে হবে। অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বর বিষয়টি নির্ধারণ করার সময় ন্যায়বিচার এবং ন্যায্য খেলার একই বিস্তৃত নীতিগুলি অবশ্যই বহন করতে হবে। কিন্তু যখন সমস্ত কিছু বলা হয় এবং করা হয়, তখন আমরা যা দেখতে আগ্রহী তা হল অভিযুক্তের সুষ্ঠু বিচার হয়েছিল কিনা, তার বিচার কীসের জন্য করা হচ্ছে তা সে জানত কিনা, তার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য চাওয়া মূল তথ্যগুলি তাকে ন্যায্যভাবে এবং স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল কিনা এবং তাকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য একটি পূর্ণ এবং ন্যায্য সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কিনা।

যদি এই সমস্ত উপাদানগুলি থাকে এবং কোনও পক্ষপাতিত্ব দেখানো না হয়, তবে অভিযোগের জন্য সনাক্তযোগ্য বা একটির অভাবের জন্য যে কোনও অনিয়মই দোষী সাব্যস্ত করতে হবে।

১৩. উইলি স্ল্যানি মামলার সাংবিধানিক বেঞ্চ অনুসরণ করে, গুরবচন সিং ওয়াই-এর মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ।

পঞ্জাব রাজ্য, এ. আই. আর ১৯৫৭ এস. সি ৬২৩ পর্যবেক্ষণ করেছে যে আদালত আর প্রযুক্তিগত দিকগুলি খতিয়ে দেখবে না, বরং বিষয়বস্তুর দিকে নজর দেবে এবং নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ-ন্যায়বিচার '৭ অপরাধ হিসাবে পক্ষপাতিত্বর প্রশ্নের বিচার করার ক্ষেত্রে, আদালতগুলিকে অবশ্যই একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে হবে এবং বিষয়বস্তুর দিকে নজর দিতে হবে এবং প্রযুক্তিগত দিকগুলি নয়, এবং তাদের প্রধান উদ্বেগ হওয়া উচিত অভিযুক্তের সুষ্ঠু বিচার হয়েছে কিনা, তার বিচার কীসের জন্য করা হচ্ছে তা সে জানে কিনা, তার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য চাওয়া মূল তথ্যগুলি তাকে ন্যায্যভাবে এবং স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল কিনা এবং তাকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য একটি সম্পূর্ণ এবং ন্যায্য সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কিনা।

১৪. "ব্যর্থতা" অভিব্যক্তিটির অর্থ বিবেচনা করার পর এবং উইলি স্ল্যানির সংবিধান বেঞ্চে উল্লেখ করার পর

এবং গুরবচন সিং, এই আদালত, মেইন পাল বনাম হরিয়ানা রাজ্য/(২০১০) ১০ এস. সি. সি ১৩০ মামলায়, নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ-১৫. শামন সাহেব এম. মুলতানী বনাম কর্ণাটক রাজ্য (২০০১) ২ এস. সি. সি ৫৭৭-এ, এই আদালত ৪৬৪ অনুচ্ছেদে "ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা" অভিব্যক্তিটির অর্থ বিবেচনা করেছে। এই আদালত এইভাবে রায় দিয়েছেঃ ২২... অভিযোগটিতে কোনও ত্রুটি বা অনিয়ম থাকলেও একটি দোষী সাব্যস্ত হওয়া বৈধ হবে, যদি তা ন্যায়বিচারের ব্যর্থতার কারণ না হয়।

২৩... ফৌজদারি আদালত, বিশেষত উচ্চতর আদালতকে সত্যিকার অর্থে ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা ছিল কিনা বা এটি কেবল একটি ছদ্মবেশ ছিল কিনা তা নির্ধারণের জন্য একটি নিবিড় পরীক্ষা করা উচিত।

উপরের নীতিগুলি এই আদালতের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে 'পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য ' বনাম 'লাইসাল হক অ্যান্ড আদারস' (১৯৮৯) ৩টি এসসিসি ১৬৬, 'স্টেট অফ এপি' বনাম 'থাক্কিদিরাম রেড্ডি অ্যান্ড আদারস' (১৯৯৮) ৬টি এসসিসি ৫৫৪, 'দলবীর সিং বনাম' স্টেট অফ ইউপি '(২০০৪) ৫টি এসসিসি ৩৩৪,' ডুম্পালা চন্দ্র রেড্ডি 'নিমাকায়ালা বালিরেড্ডি অ্যান্ড আদারস' (২০০৮) ৮টি এসসিসি ৩৩৯ এবং 'সানিচার সাহনি বনাম বিহার রাজ্য' (২০০৯) ৭টি এসসিসি ১৯৮। এই মামলার সাথে প্রাসঙ্গিক কোডের ধারা ২১২,২১৫ এবং ৪৬৪ সম্পর্কিত নিম্নলিখিত নীতিগুলি উক্ত উক্তিগুলি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠেঃ

(z) একটি অভিযোগ গঠনের উদ্দেশ্য যাতে একজন অভিযুক্ত এফ-কে তার বিচারের জন্য এবং তাকে যে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি পূরণ করতে হবে সে সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পেতে সক্ষম হয়। অভিযোগে অবশ্যই তারিখ, সময়, স্থান এবং ব্যক্তির বিবরণ থাকতে হবে যার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, যা যুক্তিসঙ্গতভাবে অভিযুক্তকে যে বিষয়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে তার নোটিশ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

(zz) অভিযুক্ত ১s নিশ্চিতভাবে এবং নির্ভুলতার সাথে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সঠিক প্রকৃতি জানার অধিকারী, এবং যদি তার সেই জ্ঞান না থাকে তবে তার প্রতিরক্ষা পক্ষপাতদুষ্ট হবে। যদি কোনও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একজনের বিরুদ্ধে অপরাধ করার অভিযোগ আনা হয় তবে প্রমাণের ভিত্তিতে তাকে tt এর বিরুদ্ধে অপরাধ করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

অন্য কোনও ব্যক্তি, তার সম্পর্কে কোনও অভিযোগ গঠন না করা হলে, অভিযুক্ত পক্ষপাতদুষ্ট হবে, যার ফলে ন্যায়বিচার ব্যর্থ হবে। তবে যেখানে অভিযোগে কোনও ত্রুটি ছিল এবং অভিযুক্ত ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন ছিল সেখানে ন্যায়বিচারের কোনও পক্ষপাতিত্ব বা ব্যর্থতা থাকবে না। এই ধরনের জ্ঞান প্রতিরক্ষা থেকে অনুমান করা যেতে পারে, যে , যদি অভিযুক্তের প্রতিরক্ষা দেখায় যে সে ভুল অভিযোগের পরিবর্তে আসল এবং প্রকৃত অভিযোগের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করছিল।

(zzz) পক্ষপাতিত্বর প্রশ্ন বিচার করার ক্ষেত্রে, অপরাধবোধ হিসাবে, আদালতকে অবশ্যই একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে কাজ করতে হবে এবং বিষয়বস্তুর দিকে তাকাতে হবে এবং প্রযুক্তিগত দিকগুলি নয়, এবং তাদের প্রধান উদ্বেগ হওয়া উচিত যে অভিযুক্তের সুষ্ঠু বিচার হয়েছে কিনা, তার বিচার কীসের জন্য করা হচ্ছে তা সে জানত কিনা, তার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য চাওয়া মূল তথ্যগুলি তাকে ন্যায্য ও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল কিনা এবং তাকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য একটি সম্পূর্ণ এবং ন্যায্য সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কিনা।

দারবারা সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য (২০১২) ১০ এস. সি. সি ৪৭৬ মামলায়, এই আদালত একই বিষয় বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে অভিযুক্তকে আদালতকে সন্তুষ্ট করতে হবে যে অভিযোগ গঠনের ক্ষেত্রে এমন কোনও ত্রুটি রয়েছে যা অভিযুক্তের কারণকে পক্ষপাতদুষ্ট করেছে যার ফলে ন্যায়বিচার ব্যর্থ হয়েছে। কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে। আদালত আইনটিকে নিম্নরূপ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেঃ-

"২০।

অভিযোগ গঠনের ত্রুটিটি এতটাই গুরুতর হতে হবে যে এটি ৪৬৪/৪৬৫ ফৌজদারি কার্যবিধি ধারার অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না, যেখানে বলা হয়েছে যে, সাজা বা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আদেশটি কেবল এই ভিত্তিতে অবৈধ বলে মনে করা হবে না যে কোনও অভিযোগ গঠন করা হয়নি, বা কোনও অনিয়ম বা বাদ দেওয়া বা অভিযোগের ভুল কারণ ছিল, যদি না আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে ফলস্বরূপ ন্যায়বিচারের ব্যর্থতাও ছিল। প্রাসঙ্গিক অভিযোগ গঠনের ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি, বাদ দেওয়া বা অনিয়ম ন্যায়বিচারের ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করেছে কিনা তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আদালতকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে কার্যধারার সময় পূর্ববর্তী পর্যায়ে কোনও আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে কিনা।

পক্ষপাতিত্ব বা মামলার বিচার করার সময়, আদালতকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি অভিযুক্তের সুষ্ঠু বিচারের অধিকার রয়েছে, যেখানে সে জানে যে তার বিরুদ্ধে কী বিচার করা হচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে যে তথ্যগুলি প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া হয়েছে, তা তাকে ন্যায্য ও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এবং আরও, যেখানে তাকে উক্ত অভিযোগের (গুলি) বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করার জন্য একটি সম্পূর্ণ এবং ন্যায্য সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

২১. 'ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা' একটি অত্যন্ত নমনীয় বা সহজ অভিব্যক্তি, যা যে কোনও ক্ষেত্রে যে কোনও পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যেতে পারে। আদালতকে অবশ্যই সত্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে। 'ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা' হবে; কেবল অন্যায্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার মাধ্যমেই নয়, প্রয়োজনীয় প্রমাণ উপস্থাপন করতে অন্যায় ব্যর্থতার ফলস্বরূপ অপরাধীকে খালাস দেওয়ার মাধ্যমেও।

অবশ্যই, অভিযুক্তদের অধিকারগুলি মনে রাখতে হবে এবং সুরক্ষিতও রাখতে হবে, তবে তাদের উপর এতটা জোর দেওয়া উচিত নয় যে তারা ভুলে যাবে যে ভুক্তভোগীদেরও অধিকার রয়েছে। এটি দেখাতে হবে যে অভিযুক্ত ভারতীয় ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের অধীনে তার জন্য উপলব্ধ সুরক্ষার ক্ষেত্রে কিছু অক্ষমতা বা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। " পক্ষপাতিত্ব " তার সাধারণ অর্থে ব্যাখ্যা করা এবং ফৌজদারি আইনশাস্ত্রে প্রয়োগ করা অক্ষম। পক্ষপাতিত্বর আবেদনটি তদন্ত বা বিচারের ক্ষেত্রে হতে হবে, এবং তাদের আওতার বাইরে থাকা বিষয়গুলির ক্ষেত্রে নয়।

একবার অভিযুক্ত ব্যক্তি দেখাতে সক্ষম হলে যে এই উভয় দিকের ক্ষেত্রেই তার প্রতি গুরুতর পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং এটি ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের অধীনে তার জন্য উপলব্ধ অধিকারকে পরাজিত করেছে, তখন অভিযুক্ত আদালতের আদেশের অধীনে সুবিধা চাইতে পারে। (রফিগ আহমেদ ওরফে রফি বনাম ইউ. পি. রাজ্য (২০১১)

৮ এস. সি. সি. ৩০০, এস. সি. ও. পৃ. ৩২০, অনুচ্ছেদ ৩৬; রট্টিরামন্দ অন্যান্য বনাম ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ (২০১২) ৪ এস. সি. সি. ৫১৬ এবং

কর্ণাটকের ভীমান্না স্টেভ (২০১২) ৯ এস. সি. সি ৬৫০) "

(জোর যোগ করা হয়েছে) এফ ১৬। বিবেচনার জন্য থাকা প্রশ্ন অভিযোগ গঠন না করা বর্তমান মামলায় পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি করেছে কিনা। ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা ঘটেছে কিনা তা বিচার করার জন্য, অভিযুক্ত যে অপরাধের জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে তার মৌলিক উপাদানগুলি সম্পর্কে সচেতন ছিল কিনা এবং সেগুলি তাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল কিনা এবং সে প্রতিরক্ষা করার ন্যায্য সুযোগ পেয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা প্রাসঙ্গিক। ইস্যুটির মূল বিষয় হল এই ক্ষেত্রে, আইপিসি ধারা ৩০২-এর অধীনে অভিযোগ গঠন করা বাদ দেওয়া আবেদনকারী/অভিযুক্তের দোষী সাব্যস্তকরণকে কলুষিত করেছে কিনা।

১৭. অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি হল-আই, সি. পি. সিং, বিশেষ বিচারক (ই. সি. অ্যাক্ট), বদায়ুন, এতদ্বারা আপনাকে অভিযুক্ত করুন ১. নাসির পুত্র ওয়ালি মহম্মদ পুত্র ঊপার পারা পি. এস. কোতোয়াল ১, বদায়ুন ২. আদিল পুত্র

৩. কামিল পুত্র ব্যানি মিন নিম্নরূপঃ-প্রথমতঃ-যে আপনি লালপুল বুদাউনের কাছে মহল্লা ওপার পাড়ায় রাত প্রায় ১ টার দিকে রাশিদ, পি. এস. কোতোয়ালি বুদাউন, আখলাক এবং তাকে বাঁচাতে আসা অন্য যে কোনও ব্যক্তির উপর প্রাণঘাতী হামলা করার সাধারণ অভিপ্রায় তৈরি করেছিলেন এবং উক্ত সাধারণ উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে রশিদ ইচ্ছাকৃতভাবে উপরোক্ত আখলাককে হত্যা করেছিলেন এবং এর ফলে আপনি ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২ এর অধীনে এবং আমার জ্ঞানের মধ্যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ-আপনি আদিল উপরোক্ত তারিখ, সময় এবং স্থানে স্বেচ্ছায় আদিলকে হত্যা করেছেন এবং এর ফলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অধীনে এবং আমার বিবেচনার মধ্যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

তৃতীয়তঃ-উপরোক্ত তারিখ, সময় এবং স্থানে রশিদ এবং আদিলের সাথে কামিল এবং নাসির আদিল এবং অন্য কাউকে আঘাত করার জন্য সাধারণ উদ্দেশ্য তৈরি করেছিলেন এবং উক্ত সাধারণ উদ্দেশ্যের অগ্রগতিতে আদিল স্বেচ্ছায় আদিলকে আঘাত করেছিলেন এবং এর ফলে আপনি ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৩/৩৪ এর অধীনে এবং আমার বিবেচনার মধ্যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিচ্ছি যে এই আদালতে উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে আপনার বিচার করা হবে।

(সি. পি. সিং)

অতিরিক্ত জেলা বিচারক, বিশেষ বিচারক (ই. সি. আইন), বুদাউন ১৮.০৯.১৯৮৬ "

১৮। উপরের থেকে যেমন দেখা যায়, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আইপিসি ধারা ৩৪-এর সঙ্গে পঠিত ধারা ৩০২-এর অধীনে অভিযোগ গঠন করা হয়নি। তবে অভিযুক্তের পক্ষে প্রমাণ করা উচিত যে অভিযোগ গঠন করা বাদ দেওয়া ন্যায়বিচারের ব্যর্থতার কারণ। যদিও আইপিসি ধারা ৩৪-এর সঙ্গে পাঠ করা ধারা ৩০২-এর অধীনে নির্দিষ্ট অভিযোগ গঠন করা হয়নি, তবে আবেদনকারী/অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দায়ের করা চার্জশিটের সারমর্ম স্পষ্টভাবে দেখায় যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইপিসি ধারা ৩৪-এর সঙ্গে পাঠ করা ধারা ৩০২-এর অধীনে অপরাধের জন্য অভিযোগ আনা হয়েছে যা নিম্নলিখিত থেকে দেখা যায়ঃ

অভিযুক্তরা তাকে জ্বালাতন করেছিল কিন্তু সমাজের সম্মানের কারণে তারা এটিকে একটি সমস্যা করে তোলেনি। যাইহোক, সেখানে একটি কুৎসিত ঝগড়া হয়েছিল। সে তার ভাগ্নীকে শান্ত করে। আমি আদিল এবং আখলাকের সাথে আজ যোগিপুরাতে অবস্থিত আমার দোকানে যাচ্ছিলাম, যখন আমরা লালপুর মন্দিরের কাছে পৌঁছলাম, কলাম নম্বর ২ এবং ৩-এ উল্লিখিত অভিযুক্তরা সেখানে উপস্থিত ছিল। কামিল একটি ডান্ডা নাসির বহন করছিল হকি নিয়ে এবং রশিদ তাদের হাতে ছুরি বহন করছিল। তারা আমাদের ঘিরে ফেলেছিল। তারা আমার ভাগ্নে আদিলকে গালিগালাজ করেছিল। আদিল গালিগালাজ করার প্রতিবাদ করেছিল এবং বলে যে আপনি চালিয়ে গেলে ভাল হবে না।

এই ঘটনায় অভিযুক্তরা আমার ভাগ্নেকে কামিলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ডান্ডা দিয়ে আঘাত করে। আমার ভাগ্নেকে বাঁচানোর জন্য অভিযুক্ত নাসির ও আদিল আমার ভাগ্নেকে ধরে ফেলে এবং রশিদ ছুরিটা তার বুকে চেপে ধরে। আমার ভাগ্নে মাটিতে বসে পড়ে এবং তার অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে। আমি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই যেখানে সে মারা যায়। এই তথ্যের ভিত্তিতে একটি অপরাধ মামলা No.২/৮৬ ইউ/এস ৩০২/৩২৩/৩৪ আইপিসি। অভিযুক্ত রশিদ ও অন্যান্যদের গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়। অভিযুক্ত কামিল উপস্থিত নেই এবং তার বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। এই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইপিসি-র ৩০২/৩২৩/৩৪ ধারায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। তারিখ ১৩.০১.১৯৮৬।

সাজানো অভিযোগে, যদিও আপিলকারী এবং অভিযুক্ত নাসিরের বিরুদ্ধে কেবল আইপিসি ধারা ৩৪-এর সাথে পঠিত ধারা ৩২৩-এর অধীনে অভিযোগ আনা হয়েছিল, চার্জশিটের সারমর্ম স্পষ্টভাবে প্রথম অভিযুক্ত রশিদের সাথে আখলাক হত্যার ক্ষেত্রে তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য ভাগ করে নেওয়ার অভিযোগ করেছে।

১৯। এটি লক্ষ করা প্রাসঙ্গিক যে চার্জশিট দাখিল করার পরে, দায়রা আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। বিচার আদালত উল্লেখ করেছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইপিসি ধারা ৩০২,৩০২/৩৪,৩২৩ এবং ৩২৩/৩৪ এর অধীনে অভিযোগ আনা হয়েছিল যার জন্য তারা দোষী নয় বলে দাবি করেছে এবং বিচারের পথ বেছে নিয়েছে। আবেদনকারী/অভিযুক্ত এইভাবে স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছে যে তার বিরুদ্ধে আইপিসি ধারা ৩৪ এর সাথে পঠিত আইপিসি ধারা ৩০২ এর অধীনে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। যদি সত্যিই, আবেদনকারী এই ধারণার অধীনে থাকত যে আইপিসি ধারা ৩৪ এর সাথে পাঠ করা ধারা ৩০২ এর অধীনে তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ গঠন করা হয়নি, তবে আবেদনকারী দায়রা আদালতে তার দায়বদ্ধতার জন্য আপত্তি উত্থাপন করতেন।

এটিও উল্লেখ করতে হবে যে আপিলকারী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অভিযোগ গঠন না করার বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেননি, যেমন বিচার আদালত এবং প্রথম আপিল আদালত-হাইকোর্ট।

২০. আপিলকারীর পক্ষে শিক্ষিত কৌঁসুলি এই যুক্তি দিয়ে জমা দিয়েছিলেন যে এমনকি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলিও সাধারণ উদ্দেশ্য ভাগ করে নেওয়ার ইঙ্গিত দেয়

৩১৩ অনুচ্ছেদের অধীনে জিজ্ঞাসাবাদের সময় আবেদনকারীর নাম অভিযুক্তের কাছে পেশ করা হয়নি। উপরের যুক্তিটি গ্রহণযোগ্য নয়, যেমনটি নিম্নলিখিতগুলি থেকে দেখা যায়ঃ-"প্রশ্ন ৪। এটা প্রমাণ পাওয়া গেছে যে লাল পুল মন্দিরের কাছে রাত প্রায় ১টায়, আপনি কামিল ও নাসিরের বিরুদ্ধে ডান্ডা ও হকি বহন করার অভিযোগ এনে আদিলকে (সাক্ষীর ভাগ্নে) আঘাত করেছিলেন। আপনি নাসির ও আদিলকে আখলক ধরেছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন এবং অভিযুক্ত কামিলের প্ররোচনায় আপনি রাশিদকে আখলকের বুকে ছুরি মেরে হত্যা করার অভিযোগ করেছেন। আপনি এ সম্পর্কে কী বলছেন?

উত্তর। এটা ভুল। "

প্রশ্ন নং ৫ তথ্যদাতা বাবুর অভিযোগ দায়েরের সাথে সম্পর্কিত। প্রশ্ন নং ১০ আপিলকারী এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিলের সাথে সম্পর্কিত। উপরের অনুচ্ছেদ (১৪)-এ যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, চার্জশিটের সারমর্ম স্পষ্টভাবে অভিযোগ করে যে-আপিলকারী/অভিযুক্তের সাধারণ উদ্দেশ্য ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। আমাদের বিবেচিত দৃষ্টিতে, তাত্ক্ষণিক মামলায় আদালত যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছে তা আপিলকারীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি করেনি বা তাকে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি থেকে বঞ্চিত করেনি।

এটিও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হাইকোর্টে আবেদনকারী আই. পি. সি-র ৩৪ ধারার সঙ্গে পঠিত ধারা ৩০২-এর অধীনে অভিযোগ গঠন না করার বিষয়ে কোনও অভিযোগ উত্থাপন করেননি এবং এটি তাঁর প্রতি পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে, আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি কেবল যুক্তি দিয়েছিলেন যে আবেদনকারী কামিলকে আই. পি. সি-র ৩৪ ধারা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পরোক্ষ দায়বদ্ধতার নীতি প্রয়োগ করে দোষী সাব্যস্ত করা উচিত ছিল না। এই সমস্ত দিকগুলি স্পষ্টভাবে দেখায় যে আবেদনকারী স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে আই. পি. সি-র ৩৪ ধারা সহ পাঠ করা ধারা ৩০২-এর অধীনে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে এবং পুরো সময় জুড়ে তিনি কেবল আই. পি. সি-র ধারা ৩০২-এর অধীনে অভিযোগের জন্য নিজেকে রক্ষা করছেন।

এই জাতীয় ঘটনা এবং পরিস্থিতিতে, এটি বলা যায় না যে ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা তার জন্য ঘটেছে এবং আইপিসি ধারা ৩৪-এর সাথে পড়া ধারা ৩০২-এর অধীনে কোনও অভিযোগের অনুপস্থিতি তার প্রতি কোনও পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি করেছে বলে বলা যায় না।

২২. মোহন সিং বনাম বিহার রাজ্য (২০১১) ৯ এস. সি. সি. ২৭২ মামলায়, যেখানে আপিলকারীরা প্রথমবার সুপ্রিম কোর্টের সামনে অভিযোগ গঠনের ক্ষেত্রে ত্রুটি সম্পর্কিত বিষয়গুলি উত্থাপন করেছিলেন, এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ-° ১৪, এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে অভিযোগ গঠনের ক্ষেত্রে ত্রুটি বা এমনকি অভিযোগের ভুল যুক্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলি এই আদালতের সামনে উত্থাপিত হয়

প্রথমবার, এই ধরনের অভিযোগগুলি সাধারণত এই/আদালত দ্বারা বিবেচনা করা হয় না। এই প্রসঙ্গে মঙ্গল সিংহ এবং অন্যান্য বনাম মধ্য ভারত রাজ্য এ. আই. আর ১৯৫৭ এস. সি ১৯৯ মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। ইমাম, বিচারপতি প্রতিবেদনের ২০১ পৃষ্ঠায় ৫ নং অনুচ্ছেদে অনুষ্ঠিত আদালতের সর্বসম্মত মতামত প্রদান করে নিম্নরূপঃ

"৫. তবে, এই দাবি করা হয়েছিল যে অভিযোগের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই বিষয়টি উচ্চ আদালতে উত্থাপিত হয়েছে বলে মনে হয় না কারণ সেই আদালতের রায়ে এর কোনও উল্লেখ নেই এবং বিশেষ ছুটির আবেদনে নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। অতএব, আবেদনকারীদের এই পর্যায়ে এই প্রশ্ন তোলার অনুমতি দেওয়া যাবে না।"

২৩. এটিও উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, একই অবস্থানে থাকা সহ-অভিযুক্ত নাসিরের দায়ের করা আবেদনটি এই আদালত খারিজ করে দিয়েছে। কোনও অভিযোগ ছাড়াই মূল অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়া কেবল তখনই বাতিল করা যেতে পারে যদি অভিযুক্ত দেখায় যে তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ফলে "ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা" ঘটেছে। ট্রায়াল কোর্ট বা হাইকোর্টের সামনে এ জাতীয় কোনও যুক্তি কখনও করা হয়নি। আমাদের বিবেচিত দৃষ্টিতে উপরে আলোচনা করা হয়েছে, অভিযুক্তের প্রতি কোনও পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি করা হয়নি বা ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা বিতর্কিত রায়ে হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা দেয়।

২৪। ফলস্বরূপ, আপিল খারিজ করা হয়।

নিধি জৈন আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

Shyamal Gupta